৪৮

তারিখ ... JUL 14 2006
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১ ...

যায়যায়দিন

সরকার প্রাথামক শিক্ষকদের তুন বেতন কাঠামো চূড়ান্ত

বসরকারি শিক্ষকদের জন্যও ঘোষণা আসছে

যাদি রিপোর্ট

র্বোচ্চ ৩ হাজার ৫০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ৩ হাজার টাকার স্কেল দিয়ে সরকারি প্রাথমিক ক্ষকদের নতুন বেতন কাঠামো চূড়ান্ত করেছে সরকার। এতে পৃঃ ২ >> ক ৪

সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হস্পতিবার বেতন নির্ধারণ সংক্রান্ত ্যাবিনেট কমিটির মিটিংয়ে বিষয়টি চূড়ান্ত য়। কমিটি প্রস্তাব চূড়ান্ত করে প্রধানমন্ত্রীর াফিসে পাঠিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন দয়ার পর নতুন বেতন কাঠামো কার্যকর বে।

দিকে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক তরাতে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, বসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবি-াওয়া বিষয়েও শিগগিরই সুস্পষ্ট ঘোষণা িতে যাচ্ছে সরকার।

র্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর হমানের সভাপতিত্বে মন্ত্রিপরিষদ ভাগের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত ক্যাবিনেট মিটির মিটিং শেষে অর্থমন্ত্রী াংবাদিকদের বলেন, সরকারি প্রাথমিক ক্ষকদের বেতন স্কেল পরিবর্তন করে বতন বৈষম্য দূর করার সিদ্ধান্ত নেয়া য়েছে। বর্ধিত স্কেল কার্যকর হলে রকারের প্রতি বছর অতিরিক্ত ৭৫ কোটি াকা খরচ হবে বলে অর্থমন্ত্রী ানিয়েছেন। আন্দোলনরত শিক্ষকদের কটি অংশ প্রস্তাবিত নতুন বেতন স্কেল ত্যাখ্যান করেছে। অপর অংশ বলেছে, টা তাদের আন্দোলনের তাৎক্ষণিক িজয়।

্যাবিনেট কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলতি ুলাই মাস থেকেই নতুন স্কেল কার্যকর ওয়ার কথা। প্রাথমিক শিক্ষকরা বর্ধিত তুন স্কেলে আগামী মাসে তাদের বেতন পতে পারেন। তবে চলতি মাস থেকে তুন বেতন কাঠামোয় বেতন পাওয়ার িষয়টি নির্ভর করছে প্রধানমন্ত্রীর নুমোদনের ওপর। তিনি অনুমোদন দিলে জ্ঞাপন জারির পর এ বেতন কাঠামো ার্যকর হবে।

তুন বেতন কাঠামো অনুযায়ী শিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকদের বেতন স্কল ৩,১০০ টাকা থেকে বেড়ে ৩,৫০০ াকা দাঁড়াবে। প্রশিক্ষণবিহীন প্রধান ক্ষকদের বর্তমান বেতন স্কেল ২,৮৫০ াকা থেকে বেড়ে ৩,৩০০ টাকা হবে। কইভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকরা ল বেতন পাবেন ৩,০০০ টাকার পরিবর্তে াসে ৩,১০০ টাকা করে। প্রশিক্ষণবিহীন হকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল হবে ,৬০০ টাকার পরিবর্তে ৩,০০০ টাকা। তুন বেতন স্কেলের কারণে শিক্ষকদের বতন স্কেলের গ্রেডেও পরিবর্তন াসবে।

শিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকরা এখন থেকে বতন স্কেলের গ্রেড-১৪-এর পরিবর্তে গ্রড-১৩ এবং প্রশিক্ষণবিহীন প্রধান ক্ষকরা গ্রেড-১৭-এর জায়গায় গ্রেড-৩-তে বেতন পাবেন। অন্যদিকে শিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকরা গ্রেড-১৬-র পরিবর্তে গ্রেড-১৫ এবং প্রশিক্ষণবিহীন হকারী শিক্ষকরা গ্রেড-১৮-এর পরিবর্তে ্রড-১৬ অনুযায়ী বেতন পাবেন।

াথমিক শিক্ষকদের বেতন-বৈষম্য দূর রা সংক্রান্ত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ন্ত্রণালয়ের একটি প্রস্তাব দীর্ঘ যাচাই-ছাইয়ের পরও প্রায় নয় মাস কোনো িদ্ধান্ত ছাড়াই সরকারের কাছে পড়েছিল। প্রস্তাব সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট শিক্ষক ান্দোলনের সময় দৈনিক যায়যায়দিন-এ কাশিত হয়। আন্দোলনরত সরকার ও রোধী দল সমর্থক দু'পক্ষের শিক্ষকরাই রকারের কাছে এ প্রস্তাবটি মেনে নেয়ার নির্ধারণ করা হয়েছে তা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের চেয়েও অনেক কম। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের নতুন বেতন স্কেল ধরা হয়েছিল ৪,১০০ টাকা এবং সহকারী শিক্ষকের বেতন স্কেল প্রস্তাব করা হয়েছিল ৩,৩০০ টাকা।

বেতন-বৈষম্য দূর করার দাবিতে সরকারি প্রাইমারি স্কুল শিক্ষকরা গত মাসে ১০ দিন লাগাতার ধর্মঘট করেন। এতে কাজ না হলে ২৪ জুন থেকে লাগাতার আমরণ অনশন কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার চলতি জুলাই মাসের মধ্যে প্রাইমারি শিক্ষকদের বেতন-বৈষম্য দূর করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এরপর অর্থসচিব সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরীকে প্রধান করে তিন সদস্যের সচিব কমিটি গঠন করে দেয়া হয়। এ কমিটির রিপোর্ট গতকাল অনুমোদন দেয় ক্যাবিনেট কমিটি।

এ সম্পর্কে গতকাল বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সেক্রেটারি আ কা ফজলুল হক যায়যায়দিনকে বলেছেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ইতিপূর্বে পাঠানো প্রস্তাব ছাড়া অন্য কোনো প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হবে না। তিনি বলেন, শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে সরকারের এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা। কিন্তু তা হচ্ছে না। প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলন স্থগিত রয়েছে। প্রয়োজনে আবার আন্দোলন শুরু করা হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি এম আউয়াল তালুকদার সরকারের এ সিদ্ধান্তকে তাদের আন্দোলনের প্রাথমিক বিজয় হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, তবে এরপরও প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন-বৈষম্য সম্পূর্ণ দূর হবে না।

বেসরকারি শিক্ষকদের জন্যও ঘোষণা আসছে

শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক গতরাতে তার বাসায় সাংবাদিকদের জানান, আগামী সপ্তাহের প্রথম দিকে সরকার আন্দোলনরত বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবি মেনে নেয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা দেবে। তিনি জানান, সার্বিক পরিস্থিতি তিনি পর্যবেক্ষণ করছেন। গতকালও বেসরকারি শিক্ষকদের দাবির ব্যাপারে অর্থমন্ত্রী এম. সাইফুর রহমানের সঙ্গে তার একাধিকবার আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রীর ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে। সরকারের নীতিনির্ধারকদের মধ্যেও বিষয়টি নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। এখন অর্থের সঙ্কুলান কিভাবে হবে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা চলছে। দুই-তিন দিনের মধ্যেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী উল্লেখ করেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ৫ ও ১০ শতাংশ বাড়ানোর দুটি প্রস্তাব রয়েছে। ৫ ও ১০ শতাংশ বাড়ালে কী পরিমাণ টাকা লাগবে তার হিসাবও চূড়ান্ত করেছে মন্ত্রণালয়। ৫ ভাগ বাড়ানো হলে ৪ লাখ ৮৮ শিক্ষক-কর্মচারীর জন্য বছরে সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় হবে ১৫০ কোটি টাকা আর ১০ ভাগ বাড়ালে লাগবে ৩০০ কোটি টাকা। তবে